কৃত্রিম সূর্য বানালো চীন, তাপমাত্রা ১৫০ মিলিয়ন ডিগ্রির বেশি

কৃত্রিম সূর্য। আসলে যা নিউক্লিয়ার ফিউশন রিঅ্যাকটর। চীন সরকার নিয়ন্ত্রিত সংবাদমাধ্যম দাবি করেছে, তারা একটি কৃত্রিম সূর্য তৈরি করেছে। এর ফলে চীনের পরমাণু শক্তি গবেষণার ক্ষমতা বহু গুণ বেড়ে গেল বলে তাদের দাবি।

এই রিঅ্যাকটরের নাম ‘এইচএল-২এম টোকামাক’। চীনের বৃহত্তম ও আধুনিকতম এই নিউক্লিয়ার ফিউশন এক্সপেরিমেন্টাল রিসার্চ ডিভাইসের মাধ্যমে দূষণহীন শক্তিশালী এই শক্তির উৎস উন্মুক্ত করা সম্ভব বলে বিজ্ঞানীরা মনে করছেন।

গরম প্লাজমা দ্রবীভূত করতে এই রিঅ্যাকটর ব্যবহার করে একটি শক্তিশালী চৌম্বকীয় ক্ষেত্র, এর ফলে এর তাপমাত্রা ১৫০ মিলিয়ন ডিগ্রি সেলসিয়াস টপকে যেতে পারে। অর্থাৎ সূর্যের থেকে উষ্ণতা ১০ গুণ বেশি।

চীনের দক্ষিণ পশ্চিম সিচুয়ান প্রদেশে গত বছর শেষ হয়েছে এই রিঅ্যাকটর তৈরির কাজ। চীনা সরকার নিয়ন্ত্রিত সংবাদমাধ্যম পিপলস ডেইলির দাবি, এর ফলে শুধু যে চীনের বিদ্যুৎশক্তির কৌশলগত চাহিদা মিটবে না, ভবিষ্যতে শক্তি ও জাতীয় অর্থনীতিতেও বিরাট অবদান রাখবে।

২০০৬ সাল থেকে চীনা বিজ্ঞানীরা ছোট ছোট নিউক্লিয়ার ফিউশন রিঅ্যাকটর তৈরির চেষ্টা করছেন।

এদিকে, ফ্রান্সে তৈরি হচ্ছে বিশ্বের বৃহত্তম নিউক্লিয়ার ফিউশন রিসার্চ প্রজেক্ট ইন্টারন্যাশনাল থার্মোনিউক্লিয়ার এক্সপেরিমেন্টাল রিঅ্যাকটর, কাজ শেষ হবে সম্ভবত ২০২৫ সালে।

এ নিয়ে কর্মরত বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে কাজ করার সময় তারা এই ‘কৃত্রিম সূর্য’ ব্যবহার করতে চান।

যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্টের ক্ষমার জন্য ঘুষ, তদন্ত শুরু

প্রেসিডেন্টের ক্ষমা পেতে নির্বাচনী প্রচারে অর্থদানের ঘটনায় ঘুষ পরিকল্পনার অভিযোগ নিয়ে মার্কিন বিচার বিভাগের তদন্ত চলছে। মঙ্গলবার আদালতের একটি নথির বরাতে বার্তা সংস্থা এএফপি এমন খবর দিয়েছে।

ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা ওই নথিতে শনাক্তকরণে সব তথ্য লুকিয়ে ফেলাসহ মারাত্মকভাবে সম্পাদনা করা হয়েছে। নথিতে অ্যাটর্নিসহ বিভিন্ন ব্যক্তিদের যোগাযোগ ও বৈদ্যুতিক ডিভাইসের অনুসন্ধানের বৈধতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

অজ্ঞাত এক ব্যক্তির জন্য প্রেসিডেন্টের ‘ক্ষমা বা দণ্ড মওকুফ’ পেতে হোয়াইট হাউসের এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তার কাছে ‘গোপনীয় তদবির পরিকল্পনার’ কথাও ওই নথিতে নির্দেশ করা হয়েছে।

অন্তত গত আগস্ট থেকে ওই পরিকল্পনা নিয়ে তদন্ত চলছে। যাতে তদবিরকারী ও আইনজীবীরা ছাড়াও রাজনৈতিক প্রচারে একজন ধনাঢ্য অর্থদাতা এবং একজন পুরুষ কিংবা নারী, যিনি প্রেসিডেন্টের হস্তক্ষেপের প্রত্যাশায় আছেন, তাদের জড়িত দেখা গেছে।

নথিতে আভাস দেয়া হয়েছে, ক্ষমা বা দণ্ড মওকুফ চেয়ে অনুরোধ জানাতে হোয়াইট হাউসের কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন তদবিরকারী ও আইনজীবীরা।

ক্ষমা পাওয়ার অনুরোধে এক দাতার কাছ থেকে ‘অতীতে নির্বাচনী প্রচারে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থদান ও ভবিষ্যতে রাজনৈতিকভাবে অর্থ দেয়ার কথা বলা হয়েছে।

ক্ষমাপ্রত্যাশী ব্যক্তির পক্ষ থেকে ওই অর্থদাতা এমন প্রস্তাব দিয়েছে বলে নথিতে ইঙ্গিত আছে। কিন্তু এসব ঘটনা কখন ঘটেছে, তা নথিতে উল্লেখ নেই। ট্রাম্প ও তার প্রচারের কথাও উল্লেখ করা হয়নি।

‘ক্ষমা নিয়ে তদন্ত ভুয়া খবর’ বলে মঙ্গলবার টুইটারে পোস্ট করেছেন

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

ওয়াশিংটনে ফেডারেল প্রসিকিউটররা আদালতকে বলেছেন, ঘুষ লেনদেনের পরিকল্পনার কিছু প্রমাণ তারা পেয়েছেন, যেখানে প্রেসিডেন্টের ক্ষমা বা দণ্ড মওকুফের বিনিময়ে ‘বড় ধরনের রাজনৈতিক সুবিধা’ দেয়ার প্রস্তাব করার কথা রয়েছে।

নিয়ম ভেঙে গোপনে তদবির করার একটি অভিযোগ নিয়েও তদন্ত করার অনুমতি পেয়েছেন ফেডারেল প্রসিকিউটররা।

ওই আদেশে বলা হয়েছে, দুই ব্যক্তি লবিস্ট হিসেবে হোয়াইট হাউসের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন, যদিও লবিস্ট হিসেবে নিবন্ধিত হওয়ার এবং তদবিরের বিষয়বস্তু প্রকাশের বাধ্যবাধকতা তারা মানেননি।

সিএনএন লিখেছে, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের মেয়াদের শেষ বেলায় বিচার বিভাগের এই তদন্তের ঘোষণা নতুন আলোচনার জন্ম দিল।

ট্রাম্পের কয়েকজন জ্যেষ্ঠ সহযোগী ইতোমধ্যে ফৌজদারি অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছেন এবং এমন হতে পারে যে, প্রেসিডেন্টের ঘনিষ্ঠ কাউকেই ক্ষমার পরিকল্পনা নিয়ে এই তদন্ত।

যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ অবশ্য বলেছে, সরকারি কোনো কর্মকর্তাকে নিশানা করে এই তদন্ত তারা শুরু করছে না।

একজন আইনজীবী এবং তার একজন মক্কেলের মধ্যে লেনদেন হওয়া কিছু ইমেইল দেখার জন্যও আদালতে অনুমতি চেয়েছিলেন প্রসিকিউটররা।

বিচারক গত আগস্টেই সে অনুমতি দিয়েছিলেন, তবে ওই দুই ব্যক্তির নাম আদালতের নথিতে প্রকাশ করা হয়নি। প্রসিকিউটররা বলেছেন, এই তদন্তের জন্য মোট তিনজনকে জিজ্ঞাসাবাদের পরিকল্পনা করেছেন তারা।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

জানাল আমিরাত ও জর্ডান

ইরানের শীর্ষ পরমাণু বিজ্ঞানী মোহসেন ফাখরিজাদে হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করেছে সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং জর্ডান। শুক্রবার রাজধানী তেহরানের কাছে ইরানের এ বিজ্ঞানীকে সন্ত্রাসীরা বোমা হামলা ও গুলি চালিয়ে হত্যা করে।

রবিবার সংযুক্ত আরব আমিরাতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতি প্রকাশের মাধ্যমে এই ঘটনার নিন্দা জানিয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ঘৃণ্য এই হত্যাকাণ্ডের নিন্দা জানায় সংযুক্ত আরব আমিরাত। এ ঘটনার ফলে আঞ্চলিক অস্থিতিশীলতা ও উত্তেজনা আরও বেড়ে যাবে বলে মন্তব্য করা হয়েছে বিবৃতিতে।

সংযুক্ত আরব আমিরাত বলেছে, যেকোনও মূল্যেই হোক আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা রক্ষা করতে হবে। এক্ষেত্রে সব পক্ষকে ধৈর্য ধারণের আহ্বান জানিয়েছে আবুধাবি।

এদিকে, জর্ডানও একই ধরনের বিবৃতি দিয়ে ইরানি বিজ্ঞানী হত্যার নিন্দা জানিয়েছে এবং আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা রক্ষায় সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানোর জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। ফাখরিজাদে হত্যার ঘটনায় ইরানের পক্ষ থেকে মূলত ইসরায়েলকে দায়ী করা হচ্ছে।

উত্তাল ভারত, গায়ে আগুন দিয়ে ৩ কৃষকের আত্মাহুতির চেষ্টা

ভারতের বিতর্কিত নতুন কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে উত্তাল ভারত। তারই জের ধরে উড়িষ্যা রাজ্যে তিন কৃষক আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন। শুক্রবার উড়িষ্যা বিধানসভার সামনে তারা গায়ে আগুন ধরানোর চেষ্টা করলে, সেখানকার নিরাপত্তাকর্মীরা তাদের বিরত করেন।

ইন্ডিয়া টুডে জানিয়েছে, উড়িষ্যা বিধানসভায় এখন শীতকালীন অধিবেশন

চলছে। অধিবেশনের কারণে ওই এলাকায় কড়া নিরাপত্তা ছিল গতকাল। বিধানসভার সামনেই কটকের তিন কৃষক গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। বিষয়টি আন্দাজ করতে পেরে নিরাপত্তকমীরা দৌড়ে এসে তাদের বিরত করেন।

ওই তিন কৃষক পুলিশকে জানিয়েছেন, বিতর্কিত কৃষি আইন ও অথাগড় জেলা সমবায় ব্যাংকের ঋণের অনিয়মের অভিযোগে তারা এই ধরনের চূড়ান্ত পদক্ষেপ নিয়েছিলেন।

সমবায় ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাদের অভিযোগের বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হওয়ায় কৃষকরা প্রশাসনের নজরে আনতে চেয়েছিলেন।

উল্লেখ্য, ভারতজুড়ে কৃষকদের বিক্ষোভ এবং বিরোধী দলগুলোর অনুরোধ উপেক্ষা করে গত ২৭ সেপ্টেম্বর কৃষি সংস্কার সংক্রান্ত বিতর্কিত তিনটি বিল পাস হয়। এরপর থেকে কৃষি আইনটি বাতিলের দাবিতে ধারাবাহিকভাবে আন্দোলন করে আসছেন দেশটির কৃষকরা।

বিতর্কিত এই আইনটি ঘিরে পাঞ্জাব, হরিয়ানাসহ বিভিন্ন রাজ্যে কৃষক অসন্তোষ তীব্র আকার ধারণ করেছে।

পরমাণু বিজ্ঞানী হত্যা প্রভাব ফেলতে পারে যুক্তরাষ্ট্র-ইরান সম্পর্কে

ইরানের জ্যৈষ্ঠ পরমাণু বিজ্ঞানী মোহসিন ফখরিযাদে রাজধানী তেহরানের কাছে আততায়ীর আক্রমণে মারা গেছেন। আততায়ীরা প্রথমে তার গাড়ি লক্ষ্য করে বোমা ছোঁড়ে এবং তার পর তাকে গুলি করে। ফখরিযাদে “ইরানে বোমার জনক” হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

ইরানের পরমাণু বিজ্ঞানীকে হত্যা তেহরান ও ওয়াশিংটনের মধ্যকার কূটনৈতিক সম্পর্ক স্বাভাবিক করার প্রক্রিয়াকে আরও জটিল করে দেবে। পরমাণু বিজ্ঞানী মোহসিন ফখরিযাদের হত্যার কয়েক ঘণ্টা পর এমন

মন্তব্য করেছেন যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

মোহসিন ফখরিযাদের হত্যাকারী কে তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তবে ইরানের অভিযোগের তীরটি ইসরায়েলের দিকেই। আর ইরানের ওপর বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের চাপ প্রয়োগের জোর সমর্থক ইসরায়েল। ইরানের সঙ্গে বারাক ওবামা প্রশাসনের করা পরমাণু চুক্তি থেকে বেরিয়ে দেশটির ওপর একের পর এক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিলেন ট্রাম্প।

চলতি নভেম্বরেও তিনি ইরানের ওপর হামলা চালানোর কথা ভেবেছিলেন বলেও শোনা গেছে। এদিকে বিজ্ঞানী হত্যার পেছনে ইসরায়েলের হাত থাকতে পারে বলেও ইঙ্গিত দিয়েছেন ট্রাম্প।

আগামী ২০ জানুয়ারি ট্রাম্পের কাছ থেকে ক্ষমতা গ্রহণ করবেন নতুন নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। তিনি ২০১৫ সালে ইরানের পরমাণু সক্ষমতা অর্জনের পরিধি সীমিতকরণ সংক্রান্ত চুক্তিতে ফেরার অঙ্গীকার করেছিলেন। কিন্তু এই বিজ্ঞানী হত্যার ঘটনা তাতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

ইরান এরই মধ্যে তাদের শীর্ষ বিজ্ঞানীকে হত্যার প্রতিশোধ নেবে বলে ঘোষণা দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসির থিংকট্যাঙ্ক কুইন্সি ইন্সটিটিউটের নির্বাহী ভাইস প্রেসিডেন্ট ত্রিতা পারসি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র-ইরানের মধ্যকার আলোচনা শুরুর আগেই ইরান ইসরায়েল কিংবা যুক্তরাষ্ট্রে বিপক্ষে এমন ঘটনা ঘটাতে পারে।

সূত্র: আল জাজিরা

মৃত্যুর আগে ম্যারাডোনাকে চিকিৎসা না দিয়ে ১২ ঘণ্টা ফেলে রাখার অভিযোগ

ফুটবলের জাদুকর দিয়াগো ম্যারাডোনাকে মৃত্যুর আগে চিকিৎসা না দিয়ে ফেলে রাখা হয়েছিল এবং তিনি যখন গুরুতর অসুস্থ তখন

অ্যাম্বুলেন্স আসতে দেরি করে- এমন দাবি করেছেন কিংবদন্তির আইনজীবী ও বন্ধু।

ম্যারাডোনার আইনজীবী বন্ধু এ দাবি করেছেন বলে বৃহস্পতিবার সংবাদ প্রকাশ করেছে যুক্তরাজ্যভিত্তিক সংবাদমাধ্যম ডেইলি মেইল।

খবরে বলা হয়েছে, কিংবদন্তির আইনজীবী ও বন্ধু ম্যাটিস মোরলা অভিযোগ তুলেছেন, ম্যারাডোনার মৃত্যুর দিন (বুধবার) তাকে ১২ ঘণ্টা কোনো চিকিৎসা সহায়তা দেয়া হয়নি এবং তিনি যখন অসুস্থ তখন তাকে নিতে আসা অ্যাম্বুলেন্স প্রায় ৩০ মিনিট দেরি করে। এর মাত্র দুই সপ্তাহ আগে তার ব্রেইনে সার্জারি করা হয়েছিল।

ম্যাটিস মোরলা এ ঘটনাকে ম্যারাডোনার ‘বোকামিমূলক অপরাধ’ হিসেবে উল্লেখ করে এর তদন্ত দাবি করেছেন।

আর্জেন্টিনার কিংবদন্তি ফুটবলার ডিয়েগো ম্যারাডোনা বুধবার মারা যান। তার মৃত্যুর নানা আনুষ্ঠানিকতা চলছে। ইতোমধ্যে লাশের ময়নাতদন্তও সম্পন্ন হয়েছে। স্থানীয় সময় ২৫ অক্টোবর সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা থেকে রাত ১০টার মধ্যে ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয়েছে বলে জানা গেছে। শেষকৃত্যের জন্য এখন প্রস্তুত করা হচ্ছে।

ম্যারাডোনার মৃত্যু নিয়ে বুধবার যা জানানো হয়েছিল ময়নাতদন্তে সেটাই নিশ্চিত হওয়া গেছে। জানা গেছে, তার হৃদ্রোগেই মৃত্যু হয়েছে এবং ঘুমের মধ্যেই তিনি মারা যান।

২০০০ সাল থেকেই নাকি হৃদ্রোগে ভুগছিলেন ম্যারাডোনা, আর গুরুতর রূপ নেওয়া এই শারীরিক সমস্যাই তার অন্তিম যাত্রার কারণ হলো।

এশিয়ায় সবচেয়ে বেশি ঘুষ লেনদেন ভারতে

এশিয়ায় সবচেয়ে বেশি ঘুষ লেনদেন হয় ভারত। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের (টিআই) ‘গ্লোবাল করাপশন ব্যারোমিটার- এশিয়া ২০২০’ শীর্ষক এক প্রতিবেদনে এ কথা বলা হয়েছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী এশিয়ায় সবচেয়ে বেশি ঘুষ লেনদেনে ভারতের পর দ্বিতীয় স্থানে আছে কম্বোডিয়া। এ বছরের জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে এশিয়ার ১৭টি দেশের ২০ হাজার মানুষকে নিয়ে এক সমীক্ষা চালিয়ে ওই প্রতিবেদন করে টিআই।

ভারতে সরকারি সুযোগ-সুবিধা পেতে ঘুষ দিতে হয়েছে বলে জানিয়েছেন সমীক্ষায় অংশ নেওয়া দেশটির ৩৯ শতাংশ মানুষ। এশিয়ার সর্বোচ্চ ঘুষের হার এটি, যা চীনে ২৮ শতাংশ, বাংলাদেশে ২৪, নেপালে ১২ ও জাপানে ২ শতাংশ।

জনগণকে পুলিশ, আদালত, সরকারি হাসপাতাল, পরিচয়পত্র পাওয়ার প্রক্রিয়া এবং বিদ্যুৎ, পানির মতো পরিষেবা পাওয়ার অভিজ্ঞতার বিষয়ে জানতে চাওয়া হয় জরিপে। এর মধ্যে সর্বোচ্চ (৪২ শতাংশ) মানুষ বলেছেন, পুলিশকে ঘুষ দিতে হয়েছে। ৪১ শতাংশ মানুষকে পরিচয়পত্র এবং অন্যান্য সরকারি কাগজপত্র পেতে ঘুষ দিতে হয়েছে।

সমীক্ষায় উঠে আসে, ভারতের কোনো সরকারি পরিষেবা পাওয়ার জন্য ওপর মহলে যোগাযোগ করেন ৪৬ শতাংশ মানুষ। তাদের মধ্যে ৩২ শতাংশ মনে করেন, উঁচু জায়গায় যোগাযোগ না করলে তারা পরিষেবা পেতেন না।

গত ১২ মাসে (করোনাকালসহ) ভারতে দুর্নীতি বেড়েছে দেশটির ৪৭ শতাংশ মানুষ বিশ্বাস করেন। সেইসঙ্গে ৬৩ শতাংশ মানুষ মনে করেন, দুর্নীতি রুখতে সরকার ভালো কাজ করছে।

ভোটের মাঠেও ঘুষের লেনদেন হয় ভারতে। দেশটিতে এ হার ১৮ শতাংশ, অবস্থান চতুর্থ। ২৮ শতাংশ হার নিয়ে এ ক্ষেত্রে শীর্ষে থাইল্যান্ড ও ফিলিপাইন।

জরিপে এই প্রথমবার সরকারি কর্মকর্তাদের পরিষেবার দিতে যৌনতা চাওয়ার বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ ক্ষেত্রে ভারতে হার ১১ শতাংশ। ইন্দোনেশিয়ায় ১৮ শতাংশ, শ্রীলঙ্কায় ১৭ ও থাইল্যান্ডে ১৫ শতাংশ।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

মার্কিন যুদ্ধজাহাজকে তাড়া রাশিয়ার, জাপান সাগরে উত্তপ্ত পরিস্থিতি

জাপান সাগরে রাশিয়ার জলসীমার ভিতর ঢুকে পড়া যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীর একটি যুদ্ধজাহাজকে রুশ যুদ্ধজাহাজ ধাওয়া দিয়ে তাড়িয়েছে বলে দাবি করেছে মস্কো। রাশিয়া দাবি করেছে, যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীর ইউএসএস জন এস ম্যাককেইন ডেস্ট্রোয়ারকে তারা প্রায় ধরে ফেলেছিল। কারণ, মার্কিন ওই রণতরী মঙ্গলবার জাপান সাগরে পিটার দ্য গ্রেট গালফে তাদের জলসীমায় প্রবেশ করেছিল। রাশিয়ার এমন তাড়া খেয়ে ওই এলাকা থেকে পালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ওই রণতরী।

তবে যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনী কোনো অন্যায় করার কথা প্রত্যাখ্যান করে দাবি করেছে, তাদের ওই জাহাজকে ওই এলাকা ছাড়া করা হয়নি।যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধজাহাজের উপস্থিতি টের পেয়ে রুশ নৌযান অ্যাডমিরাল ভাইনোগ্রাদভ প্রথমে মৌখিকভাবে সতর্ক করে। এরপরও রুশ জলসীমা না ছাড়লে তারা ইউএসএস ম্যাককেইনকে আঘাত করারও হুমকি দেয়।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি জানিয়েছে, গত মঙ্গলবার ইউএসএস জন এস ম্যাককেইন নামে একটি মার্কিন ডেস্ট্রয়ার রুশ জলসীমার প্রায় দুই কিলোমিটার ভেতরে প্রবেশ করছিল বলে দাবি করেছে রাশিয়া। এসময় রুশ নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ অ্যাডমিরাল ভিনোগ্রাদোভ মার্কিন জাহাজটিকে তাড়া করে এবং আঘাত করার হুমকি দিয়ে তাড়িয়ে দেয়।

রাশিয়ার বিবৃতি অনুসারে, সতর্কবার্তা দেয়ার পর মার্কিন যুদ্ধজাহাজটি গতিপথ পরিবর্তন করে চলে যায়। তবে রাশিয়ার এই দাবি নাকচ করে দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন বাহিনীর সপ্তম নৌবহরের মুখপাত্র লেফটেন্যান্ট জোসেফ কেইলি বলেছেন, মিশনটির বিষয়ে রাশিয়ান ফেডারেশনের দাবি মিথ্যা। ইউএসএস জন এস ম্যাককেইন কোনো দেশের জলসীমা থেকে বিতাড়িত হয়নি। তিনি আরও বলেন, যুক্তরাষ্ট্র কখনোই কাউকে উস্কানি দেবে না বা সমুদ্রে মিথ্যা হয়রানির কথা স্বীকার করবে না।

জাপান সাগরে রাশিয়ার পাশাপাশি জাপান এবং কোরিয়ারও জলসীমা রয়েছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সময় থেকেই অঞ্চলটিকে নিজেদের বলে দাবি করে রাশিয়া। তবে রুশদের এই জলসীমা মেনে নিতে রাজি নয় মার্কিনিরা।

সন্ত্রাসবাদে পৃষ্ঠপোষকতা: একে অপরকে দায়ী করছে ভারত-পাকিস্তান

পাকিস্তানের অভ্যন্তরের সন্ত্রাসবাদ উস্কে দেওয়ার জন্য ভারতকে দায়ী করে জাতিসংঘে একটি অভিযোগপত্র দায়ের করেছে ইসলামাবাদ। সন্ত্রাসবাদে সমর্থন দেয়ার জন্য পাকিস্তানকে অভিযুক্ত করে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে প্রচারপত্র বিলি করার একদিন পর ইসলামাবাদ এই অভিযোগপত্র দায়ের করে।

ভারত যখন আগামী দুই বছরের জন্য জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন শুরু করতে যাচ্ছে তার আগ মুহূর্তে দেশটির বিরুদ্ধে পাকিস্তান গত মঙ্গলবার সন্ত্রাসবাদে পৃষ্ঠপোষকতা করার জন্য আনুষ্ঠানিক অভিযোগ আনল। আগামী ১ জানুয়ারি থেকে ভারত জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য হিসেবে কাজ করবে।

জাতিসংঘে নিযুক্ত পাকিস্তানের স্থায়ী প্রতিনিধি মুনির আকরাম বিশ্ব সংস্থার মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ভারতের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দায়ের করেন এবং তিনি বলেন, পাকিস্তানের অভ্যন্তরে ভারতের সন্ত্রাসবাদ এবং ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের বিষয়টি বিশ্বসম্প্রদায়কে বিবেচনায় নিতে হবে। পাশাপাশি ভারত যে অবৈধ এবং আগ্রাসী তৎপরতা চালাচ্ছে সেগুলো প্রতিরোধের ব্যবস্থা করতে হবে। এ সময় তিনি আন্তর্জাতিক আইন, জাতিসংঘ সনদ ও নিরাপত্তা পরিষদে পাস হওয়া বিভিন্ন প্রস্তাব লঙ্ঘনের জন্য ভারতকে অভিযুক্ত করেন।

তবে পাকিস্তানের সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে জাতিসংঘে ভারতীয় মিশনের মুখপাত্র অত্যন্ত কঠোর ভাষায় বলেছেন যে, পাকিস্তান হচ্ছে

সন্ত্রাসবাদের কেন্দ্রবিন্দু।

এর আগে সোমবার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারত যে কাগজপত্র বিতরণ করেছে তাতে অভিযোগ করা হয়েছে, পাকিস্তান থেকে চার সন্ত্রাসী গত সপ্তাহে একটি সুড়ঙ্গ পথে ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরে অনুপ্রবেশ করেছে এবং এসব সন্ত্রাসী ভারতীয় সেনা টহল দলের উপর হামলা চালিয়েছে।

পাকিস্তান এ অভিযোগ অস্বীকার করে বলছে যে, মুসলিম অধ্যুষিত কাশ্মীর অঞ্চলের জনগণের ওপর ভারত যে দমন-পীড়ন ও হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে তা থেকে বিশ্ববাসীর মনোযোগ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে নয়য়াদিল্লি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এসব ভিত্তিহীন অভিযোগ করছে।